NOV. 26 2001

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাকৃবিতে থমথমে অবস্থা : তিনটি হল ছাত্রশূন্য : ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ময়মনসিংহ ও বাকৃবি প্রতিনিধি

গতকাল রোববার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। তবে গোটা ক্যাম্পাস থমথমে অবস্থায় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী হাসুর নিজ এলাকা বয়ড়ার গ্রামবাসী এখনও মারমুখী অবস্থায় রয়েছে। আতংকের কারণে রেললাইনের পশ্চিম পাশের তিনটি হলের আবাসিক ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে যাওয়ায় বঙ্গবন্ধু হল, ফজলুল হক হল এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্রশূন্য হয়ে পড়েছে। গতকাল ওই তিনটি হলে সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে জনমানবশূন্য ফাঁকা হলগুলো খাঁখাঁ করছে। ছয়টি অনুষদের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। আতংকিত অনেক ছাত্রীকেও গতকাল ক্যাম্পাস ছাড়তে দেখা গেছে।

হাসু হত্যার অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাকৃবি শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সম্পাদকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত শনিবার রাতে নিহতের বড় ভাই আবদুল হালিম বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। আসামিরা হচ্ছেন– বাকৃবি ছাত্রদল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন বিপ্লব, রফিকুল ইসলাম,

মামলা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

মামলা : বাকৃবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মনোয়ার হোসেন বিপ্লব, আবদুল আজিজ, সহ-সভাপতি নূরুন্নবী ও সাফায়াত হোসেন। গতকাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাস হলেও ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। ছাত্রদল নেতা হাসু হত্যাকাণ্ডের পর ৭২ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউই গ্রেফতার হয়নি।

এদিকে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা গতকাল রোববার বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে এলে হাসুর পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন।

৫ বছর পর আবার লাশ

৫ বছর পর আবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রক্তে সিক্ত হল। ১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর কো-অপারেটিভ মার্কেটে এক সংঘর্ষে কামাল ও রনজিত নামের দুই ছাত্র নিহত হয়। এর ঠিক ৫ বছর ১৪ দিন পর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লাশ হলেন বাকৃবি ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ও বাকসুর সাবেক মিলনায়তন সম্পাদক রেজাউল করিম হাসু।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নিন্দা ও ক্ষোভ

ছাত্রদল নেতা রেজাউল করিম হাসু হত্যার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাকৃবির বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাকৃবি শাখার সভাপতি এস এম খালিদ এক বিবৃতিতে হাসু হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি জানান। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাকৃবি শাখার সভাপতি অর্ধেন্দু সাহা অভি ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল্লাহ বকুল এক বিবৃতিতে ওই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। এছাড়া ছাত্রফ্রন্ট বাকৃবি শাখাও হাসু হত্যার নিন্দা জানিয়েছে।